জুমআর খুতবা

হযরত আমীরুল মোমেনিন খলীফাতুল মসীহ আল খামেস(আইঃ) কর্ত্তৃক বায়তুল ফুতুহ লন্ডনে ১৪ মার্চ ২০১৪ তারিখে প্রদত্ত খুতবা জুমার খুলাসা

১৪ মার্চ ২০১৪

তাশাহ্হুদ, তাউয তাসমিয়াহ এবং সূরা ফাতেহা পাঠের পর হুজুর (আই.) বলেন,

কয়েকটি জুমুআ পূর্বে ব্যবহারিক কর্মের সংশোধনের বিভিন্ন পদ্ধতির উপর ধারাবাহিক কয়েকটি খুতবা দিয়েছিলাম সেই খুতবাগুলোতে এটিও বলা হয়েছিল, হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) আমাদের সামনে আল্লাহ্ তালাকে কিভাবে উপস্থাপন করেছেন এবং তত্ত্বজ্ঞান এবং খোদা-প্রিতির কি কি পদ্ধতি বর্ণনা করেছেন। আল্লাহ্ তালার নৈকট্য পাবার জন্য তিনি (আ.) কিভাবে পথনির্দেশ করেছেন। তেমনিভাবে খোদা তালার অভিনব ও জ্বলন্ত বাণী এবং আল্লাহ্ তালা তাঁর সমর্থনে যেসব অলৌকিক নিদর্শনাবলী দেখিয়েছেন তা কী গৌরবের সাথে পূর্ণ হয়েছে? এগুলো এমন বিষয় এগুলো জানতে হলে আমাদেরকে হযরত মসীহ মাওউদ (আ.)-এর বাণীর আলোকে জ্ঞান অর্জন করার চেষ্টা করতে হবে যেন এবিষয়গুলো আমাদের ঈমান এবং আমলের উন্নতির কারণ হয়।

তাই আজ এ বিষয়ে আমি হযরত মসীহ মাওউদ (আ.)-এর লেখা এবং বিভিন্ন বাণীর কিছু নমুনা উপস্থাপন করবো যাতে আল্লাহ্র মারেফাত বা তত্ত্বজ্ঞানের বিষয়ে তিনি আমাদের পথনির্দেশ করেছেন। শুধুমাত্র এই একটি বিষয়েই যদি তার রচনাবলী উপস্থাপন করা হয় তাও ব্যাপক সংখ্যক হবে আর যদি একটু গভীরে গিয়ে দেখা যায় তাহলে এই বিষয়ে শত শত পৃষ্ঠা পাওয়া যাবে। কিন্তু আজ আমি আপনাদের সামনে গুটিকতক উদ্ধৃতি উপস্থাপন করবো যা আমাদেরকে এ বিষয়ে পথনির্দেশ করে যে, মারেফাতে ইলাহী বা ঐশী তত্ত্বজ্ঞান বা খোদার মারেফাত লাভ কী?

খোদা তালা পর্যন্ত পৌছার পদ্ধতি বর্ণনা করতে গিয়ে হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) বলেন,
"আল্লাহ পর্যন্ত পৌছার জন্য মানুষের দুটি জিনিষের প্রয়োজন। এর একটি হলো, মন্দ পরিহার করা আর দ্বিতীয়টি হলো, পুণ্যকর্ম সম্পাদন করা। শুধুমাত্র মন্দ পরিহার করা কোন গৌরব বা কৃতিত্বের বিষয় নয়। অতএব, আসল কথা হলো, মানুষের সৃষ্টিলগ্ন থেকে এ উভয় শক্তি তার প্রকৃতিতে বিদ্যমান। একদিকে কু-প্রবৃত্তি তাকে গুনাহ্ বা মন্দকর্মের দিকে আকৃষ্ট করে অপরদিকে তার মাঝে লুক্কায়িত খোদার প্রতি ভালবাসার আগুন এসব গুনাহ বা মন্দকর্মের ময়লা আবর্জনাকে এমনভাবে ভষ্মিভূত করে দেয় যেমন বাহ্যিক আগুন কোন বাহ্যিক আবর্জনাকে জালিয়ে দেয়। কিন্তু এই আধ্যাত্মিক আগুনের প্রজ্জলিত হবার বিষয়টি মারেফাতে ইলাহীর উপর নির্ভর করে। অর্থাৎ মারেফাতে এলাহী বা খোদার তত্ত্বজ্ঞান লাভ হলে পরেই এটি প্রজ্জলিত হতে পারে আর এটির উপরই নির্ভরশীল। কেননা প্রত্যেকটি জিনিষের প্রতি ভালবাসা ও প্রেম সে বিষয়ে সম্মক ধারণা বা জ্ঞান লাভের সাথে সম্পর্কযুক্ত। যে বিষয়ের সৌন্দর্য ও বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে তোমরা অবগত নও তার আশেক বা প্রেমিক তোমরা হতে পার না। অতএব আল্লাহ্ জাল্লা শানুহুর গুণাবলী ও সৌন্দর্য-মাধুর্য সম্পর্কে অবগত হওয়া তার প্রতি ভালবাসা সৃষ্টি করে। আর ভালবাসার আগুনের মাধ্যমে পাপ ভষ্মিভূত হয় কিন্তু আল্লাহ্ তালার সুন্নত হলো, সেই তত্ত্বজ্ঞান সাধারণ মানুষ নবীদের মাধ্যমে লাভ করে থাকে এবং তাদের জ্যোতি থেকে মানুষ আলো লাভ করে এবং তাদেরকে যা কিছু দেয়া হয়েছে মানুষ তাদের অনুসরণে সবকিছু লাভ করতে পারে। এরপর আল্লাহ্

তালার মারেফাত গুনাহ থেকে মুক্তি দান করে , পুণ্যকর্ম করার শক্তি যোগায় এবং দোয়ার উন্নত মানের বিষয়ে হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) বলেন,

প্রকৃত তত্ত্ব হলো, কোন মানুষ বাস্তবিকভাবে পাপ থেকে মুক্তি লাভ করতে পারে না এবং আন্তরিকভাবে খোদা তালাকে ভালবাসতে পারে না এবং ভয় পাবার মত ভয়ও পেতে পারে না যতক্ষণ পর্যন্ত তার ফজল ও দয়ায় তার মারেফত লাভ না হবে এবং তার সন্নিধান থেকে শক্তি লাভ না করবে। আর এ বিষয়টি স্পষ্ট, প্রত্যেক ভয় এবং ভালোবাসা মারেফাতের মাধ্যমেই অর্জিত হয়। দুনিয়ার সকল জিনিষ যেগুলোর প্রতি মানুষের হৃদয় আকৃষ্ট হয় বা যেগুলোকে ভালোবাসে বা যেগুলোকে ভয় পেয়ে পালিয়ে যায় মানুষের মনের এই সকল অবস্থা মারেফত লাভের পরই সৃষ্টি হয়। হ্যাঁ এ কথা সত্য, আল্লাহ্ তালার ফজল বা কৃপা হলে পরেই মারেফাত লাভ সম্ভব অন্যথায় কোন উপকার সাধন হয় না। আর খোদা তালার ফজল বা কৃপা বলেই মারেফাত লাভ হয়।

এমন মনে করো না যে, আমরাও প্রতিদিন নিয়মিত দোয়া করি আর আমরা যে নামায পড়ছি তা তো দোয়ারই সমষ্টি। কেননা সেই দোয়া যা মারেফাত লাভের পর এবং ফজল বা কৃপার মাধ্যমে সৃষ্টি হয় তা সম্পূর্ণ ভিন্ন বৈশিষ্ট্য রাখে। সেটি ধ্বংস বা বিলিন করে দেয়ার মত জিনিষ। সেটি গলিয়ে দেয়ার মত আগুণ সেটি এক চৌম্বিক আকর্ষণ যা রহমতকে নিজের দিকে আকর্ষণ করে। সেটি এক মৃত্যু যা অবশেষে জীবন দান করে। সেটি প্রবল এক বন্যা যা অবশেষে নৌকা হয়ে যায়। এক প্রবল স্রোত কিন্তু অবশেষে তা নিজেই নৌকা হয়ে যায়। সমস্যায় জর্জরিত সকল বিষয় এর মাধ্যমে সমাধা হয়। আর এটি এক বিষ কিন্তু অবশেষে এটি অমৃত সুধা হয়ে যায়। এই হলো মারেফাত লাভের মর্যাদা।

অনেকে এমন আছেন যারা মুখে খোদা তালাকে স্বীকার করে কিন্তু খতিয়ে দেখলে দেখা যাবে, তাদের মাঝে নাস্তিকতা বিদ্যমান কেননা মানুষ যখন জাগতিক কাজে ব্যস্ত থাকে তখন আল্লাহ্ তালার ক্রোধ এবং তাঁর মাহত্মকে একেবারেই ভুলে যায়। তাই এটিও আবশ্যক, তোমরা দোয়ার মাধ্যমে আল্লাহ্ তালার কাছে মারেফত অন্বেষণ কর কেননা এটি ছাড়া বিশ্বাস কখনই পরিপূর্ণ হতে পারে না। আর এটি তখনই অর্জন হতে পারে যখন সে বুঝবে, আল্লাহ তালার সাথে সম্পর্ক চ্ছেদ মৃত্যুরই নামান্তর। পাপ থেকে মুক্তি লাভের জন্য একদিকে দোয়া কর আর অপদিকে সংশ্লিষ্ট চেষ্টা সাধানাকে বজায় রাখ আর এমন সকল মাহফীল এবং সভা যেগুলোতে অংশগ্রহণ করে পাপের উদ্দিপনা হয় বর্জন কর এবং পাশাপাশি দোয়া করতে থাক।

এরপর খোদার মারেফাত লাভ ছাড়া পাপ থেকে মুক্ত হওয়া সম্ভব নয় এ বিষয়টিকে আরো স্পষ্ট করতে গিয়ে তিনি বলেন,

দৃঢ় বিশ্বাসের সাথে স্মরণ রাখবে, আল্লাহ্ তালার প্রতি পূর্ণ ঈমান আনয়ন করলে পরেই পাপ থেকে মুক্তি লাভের সৌভাগ্য বা শক্তি লাভ হতে পারে। পাপের শৃঙ্খল থেকে মুক্তিই মানুষের জীবনের বড় উদ্দেশ্য। দেখ, একটি সাপ বাহ্যত সুন্দর মনে হয় কোন শিশু সেটিকে ধরার আকাঙ্খা করতে পারে এবং হাতও দিতে পারে কিন্তু কোন বুদ্ধিমান যে জানে সাপের দংশনে মরণ রয়েছে সে কখনও সেদিকে হাত বাড়ানোর ধৃষ্টতা দেখাবে না এমনকি কেউ যদি জানতে পারে উমুক বাড়িতে সাপ আছে সে সেই বাড়িতেও প্রবেশ করবে না। তেমনিভাবে যে বিষকে প্রাণবিনাশী বলে জানে সে কখনও তা পান করার দু:সাহস দেখাবে না। অতএব ঠিক তেমনিভাবে যতক্ষন পর্যন্ত কেউ পাপকে মারাত্মক বিষ জ্ঞান না করবে তা থেকে মুক্তি পেতে পারে না। এই দৃঢ় বিশ্বাস মারেফাত ছাড়া সৃষ্টি হতে পারে না।

এরপর তিনি (আ.) একস্থানে বলেন,

ধর্মের মূল হলো আস্তিক্য ও খোদা-অন্বেষণ এবং মারেফাত হলো আল্লাহ্ তালার নেয়ামতরাজী এবং এর শাখা-প্রশাখা হলো আমলে সালেহ এবং এর ফুল হলো, উন্নত নৈতিক চরিত্র এবং এর ফল হলো, আধ্যাত্মিক বকরত

বা কল্যাণরাজী আর অতি সুক্ষ্ম ভালোবাসা যা প্রতিপালক ও তাঁর বান্দার মাঝে সৃষ্টি হয়। আর এই ফল ভোগ করা আধ্যাত্মিক পবিত্রতারই প্রতিদান।

বিস্ময়কর ভালোবাসা বিস্ময়কর মারেফাতের মাধ্যমে সৃষ্টি হয় এবং খোদা-প্রেম মারেফাতের মার্গ অনুযায়ীই উদ্দিপ্ত হয় বা উদ্বেলিত হয়। যখন সেই সত্তার সাথে আন্তরিক ভালোবাসা সৃষ্টি হয়ে যায় তখন সে দিনটিই তার জন্মের প্রথম দিন হয়ে থাকে এবং সেই মুহূর্তটি নতুন জগতের প্রথম মুহূর্ত হয়ে থাকে।

এরপর তিনি বলেন,

খোদা এক মুক্তো, এটিকে সনাক্ত করার পর অর্থাৎ মারেফাত লাভের পর মানুষ পার্থিব বিষয়াদীকে এমন তুচ্ছতার দৃষ্টিতে দেখে যে, সেদিকে (পার্থিবতার দিকে) দেখার জন্যও তাকে তার প্রকৃতিতে একপ্রকার বল প্রয়োগ করতে হয়। তাই খোদা তালার মারেফাত অন্বেষণ কর এবং তাঁর দিকেই অগ্রসর হও কেননা এতেই সফলতা রয়েছে।

তিনি বলেন, আমি সত্য সত্য বলছি, মানুষের ঈমান, ইবাদত, পবিত্রতা সবকিছুই উর্দ্ধলোক থেকে আসে। আর এসব কিছু খোদা তালার কৃপার উপর নির্ভরশীল। তিনি চাইলে একে প্রতিষ্ঠিত রাখতে পারেন এবং চাইলে মিটিয়ে দিতে পারেন। অতএব প্রকৃত মারেফাত তাকেই বলে, মানুষ যেন নিজের সত্তাকে অপহৃত (নিজের যেখানে কোন অধিকার থাকেনা) এবং কোন জিনিষই জ্ঞান না করে এবং খোদার দরবারে পড়ে থেকে সে যেন বিনয় ও দিনতার সাথে খোদা তালার ফজল বা কৃপা যাচনা করে। সে যেন মারেফাতের সেই নূর যাচনা করে যা কুপ্রবৃত্তির কামনা বাসনাকে জ্বালিয়ে ভস্ম করে দেয় এবং অভ্যন্তরে এক আলো এবং পুন্যের জন্য শক্তি ও উষ্ণতা সৃষ্টি করে। এরপর সে যদি তাঁর কৃপাভাজন হয় এবং কোন সময় যদি কোন ধরণের আত্মবিশ্বাস অর্জন হয়ে যায় তাহলে সে যেন এতে অহংকার ও গর্ব না করে বরং তার নিজেকে হীন জ্ঞান করা উচিত এবং বিনয়ের ক্ষেত্রে আরো উন্নতি করা উচিত কেননা সে নিজেকে যতই তুচ্ছ জ্ঞান করবে সে অনুযায়ীই খোদা তালার পক্ষ থেকে নূর অবতীর্ণ হবে যা তাকে আলো ও শক্তি জোগাবে। মানুষ যদি এমন বিশ্বাস রাখে তাহলে আশা করা যায়, আল্লাহ তালার কৃপায় তার নৈতিক চারিত্রিক অবস্থা উন্নত ও উত্তম হয়ে যাবে। দুনিয়াতে নিজেকে কোন কিছু মনে করাও অহংকার

হুজুর আনোয়ার (আইঃ) বলেন:-

অতএব এই হলো সেই লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য যার জন্য তিনি আবির্ভূত হয়েছেন। যেন তিনি আল্লাহ্ তালার এমন মারেফাত আমাদের মাঝে সৃষ্টি করেন যেন আমরা সাক্ষাত খোদা তালাকে প্রত্তক্ষ করে নিই। আর আমাদের প্রতিটি কাজকে খোদা তালার ভালোবাসা এবং তার ভয়কে দৃষ্টিপটে রেখে যেন করি। আমাদের মাঝে যেন এমন মারেফাত সৃষ্টি হয়ে যায় যা সকল পাপকে জ্বালীয়ে দেয় আর আমরা যেন তার আবির্ভাবের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বাস্তবায়ন করতে পারি। আল্লাহ তালা আমাদেরকে এসব বিষয়ে আমল করার এবং এই উদ্দিপনাকে বুঝার তৌফীক দান করুন। (আমীন)